যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

ঢাবির সিন্ডিকেট সভা

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালকসহ দুই কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

মাহমুদুল হাসান নয়ন

'দায়িত্বজ্ঞানহীন' কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক মো. শওকতুর রহমান এবং সহকারী পরিচালক আবু ফয়সল আহমেদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ৭টি অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলতে পারা-না পারার বিষয়ে তাদের দেয়া বক্তব্য অধিকতর তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে আরবি বিভাগের এক শিক্ষকের পদাবনতি করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ চত্বরে একটি ফাস্টফুডের দোকান বসানোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিন্ডিকেটের একাধিক সূত্র যুগান্তরকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বৈঠক শেষে তাকে ফোন করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। পরে প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বিষয়গুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেন। সূত্র জানায়, সম্প্রতি শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক শওকতুর রহমান ৭টি অধিভুক্ত কলেজ নিয়ে গণমাধ্যমে একটি বক্তব্য দেন। এতে তিনি বলেন, এখন থেকে অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলতে পারবে। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ভাংচুর করে ঢাবি ক্যাম্পাস দিয়ে চলাচলকারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি। পরে জাবি শিক্ষার্থীরাও ঢাবির বাস ভাংচুর করে। ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কম্পিউটারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৭টি কলেজকে খেলায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রস্তুতকৃত একটি চিঠি পায়। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

চৌর্যবৃত্তির দায়ে এক শিক্ষকের পদাবনতি

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ চত্বরে হবে ফাস্টফুডের দোকান

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বক্তব্য প্রদান এবং চিঠি প্রস্তুতের ঘটনায় পরিচালক এবং সহকারী পরিচালককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিন্ডিকেট। এছাড়া এ ঘটনা তদন্তে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিন্ডিকেট সদস্য ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নীলিমা আকতার যুগান্তরকে জানান, ওই কমিটিতে রয়েছেন— বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা জিয়াউল হক মামুন, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান এবং রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন। অন্যদিকে গবেষণা চৌর্যবৃত্তির দায়ে আরবি বিভাগের এক শিক্ষকের পদাবনতি করা হয়েছে। ওই শিক্ষক হলেন কুতুবুল ইসলাম নোমানী। তিনি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। সেখান থেকে পদাবনমন করে তাকে সহকারী অধ্যাপক করা হয়েছে।